ভোরের কাগজ
তারিখ ... JAN. 7 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম .. ২......

240

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টোরিয়াল ল'তে কয়েকটি দাবি কি অন্তর্ভুক্ত করা যায় না?

কাজী সুফিয়া আখ্‌তার

এই ঘৃণ্য অপরাধগুলো কেন সংঘটিত হচ্ছে, তাও বিশ্লেষণ করতে, তলিয়ে দেখতে হবে। কারণ বেশ কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে মাত্র ৮ ভাগ শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন। ৪৪ ভাগ শিক্ষক অনিয়মিত ক্লাস নিয়ে থাকেন। বাকি ৪৮ ভাগ শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন না। বিভিন্ন কনসালটেন্সিতে ব্যস্ত থাকেন তারা।

এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের 'অক্সফোর্ড' বলা হতো। এখানকার শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য, আচার-আচরণ, শিক্ষার পরিবেশ শতাব্দীব্যাপী এ ভূখণ্ডের সকল মানুষের মধ্যে আলোচিত ছিল। অত্যন্ত গর্ব ও অহঙ্কার করার মতো এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ভর্তি হতে পারা এবং এখানে শিক্ষকতার সুযোগ পাওয়া অনেকের মনেই ঈর্ষার সঞ্চার করে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হোক, এটা এ দেশের কোনো মানুষেরই কাম্য হতে পারে না। তবে এ কথাও দিনে দিনে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে যে, গত কয়েক দশক ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ঘটে গেছে অনেক অমানবিক, অনৈতিক, নৃশংস ও পাশবিক ঘটনাবলী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও সুনামকে আশ্রয় করে কতিপয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ঘৃণ্য অপরাধ করেছেন। ছাত্রীরা তাদের দ্বারা হয়েছেন লাঞ্ছিত। যৌন হয়রানির শিকার হয়েও লোকলজ্জার ভয়ে ছাত্রীরা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি। আবার যে সকল ছাত্রী বিভাগপ্রধান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ করেছেন, তাদের অভিযোগ তদন্ত করার নামে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। ফলে অন্ধকারের ঘটনাগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে বছরে।

চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারীর অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ১২টি কনসার্ন এরিয়া চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে নারী নির্যাতন ছিল এক নম্বর চিহ্নিত সমস্যা। আগাছা যেমন ছেঁটে বা কয়েকদিন পর পর কেটে না দিলে বেড়ে যায়, তেমনি নিপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তাদের সাহস বেড়ে যায়। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অন্ধকার দিকগুলো তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছে। 'ওপেন সিক্রেট'-এর সিক্রেট কতোটা 'কস্টলি'— এজন্য কতো মূল্য একজন ছাত্রীকে বছরের পর বছর দিয়ে যেতে হয়, তা তারাই জানেন। ফলে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই তারা যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলনে নেমেছেন। নিপীড়ক শিক্ষকদের শাস্তি ও বিচার দাবি করেছেন। যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন, তদন্ত কমিটিতে ছাত্রী অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী তদন্ত কমিটি গঠনসহ একজন অভিযুক্ত শিক্ষকের পুনঃনিয়োগ বাতিলসহ আজীবন বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন।

এই বিষয়ে বিভিন্ন পেশা ও স্তরের ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সংহতি সমাবেশও করেছেন। আমরা মনে করি, যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলনকারীরা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাদের ৬ দফা দাবি লোকসম্মুখে তুলে ধরেছেন। এ দেশের সংবেদনশীল, মানবতাবাদী সকল মানুষের ছাত্রছাত্রীদের ৬ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে। আমরা বিস্মিত হয়েছি, যখন দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ তুলে অপর কয়েকটি ছাত্র সংগঠন ওই ৬ দফা দাবির আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিস্থিতি ঘোলা করতে তৎপর হয়েছে। মিছিল-মিটিঙে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারা, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ইত্যাদি করছে। একই সঙ্গে যৌন নিপীড়নবিরোধী এই আন্দোলনকে এনজিও কর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রয়াস বলে আখ্যায়িত করেছে— যা শুধু অযৌক্তিক দোষারোপ নয়; অশোভন এবং অসম্মানজনকও বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যখন বছরের পর বছর এই ঘৃণ্য অপরাধগুলো করে চলেছিলেন, তখন তারা কোথায় ছিলেন? এসব তো 'ওপেন সিক্রেট' ছিল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট যদি না হয়ে থাকে, তবে শাস্তি ও বিচার দাবি করলেই কেন ভাবমূর্তি নষ্ট হবে?

এই ধরনের ঘটনা যতো বেশি ধামাচাপা দিয়ে রাখা হবে, ততো বেশি বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে রাখার প্রবণতা পুরুষতান্ত্রিকতাকে উৎসাহিত করে। সেই কারণেই এই ঘটনার উন্মোচন, সুষ্ঠু তদন্ত ও শাস্তি দাবির আন্দোলনের সপক্ষে সকলেরই সোচ্চার হওয়া উচিত।

এই ঘৃণ্য অপরাধগুলো কেন সংঘটিত হচ্ছে, তাও বিশ্লেষণ করতে, তলিয়ে দেখতে হবে। কারণ বেশ কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে মাত্র ৮ ভাগ শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন। ৪৪ ভাগ শিক্ষক অনিয়মিত ক্লাস নিয়ে থাকেন। বাকি ৪৮ ভাগ শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন না। বিভিন্ন কনসালটেন্সিতে ব্যস্ত থাকেন তারা। দেশে-বিদেশের বিভিন্ন সেমিনারের জন্য পেপার তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন। এছাড়া উচ্চ শিক্ষার জন্য দীর্ঘকালীন ছুটি তো আছেই। এ বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে একই সঙ্গে ঘটতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখার মান কমে যাবে; অপরাধ করে শিক্ষকরা পার পেয়ে যাবেন— এটা তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিকভাবেই অস্বাভাবিক কর্ম ঘটে যাচ্ছিল। যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি, ঐতিহ্য রক্ষার্থেই অন্ধকার দিকগুলোতে আলো ফেলে সকলের সমর্থন চাইছে। তাদের লক্ষ্য পড়ালেখার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনা এভাবে চলতে থাকলে অদূরভবিষ্যতে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এমনিতেই আমাদের দেশের নারীরা মৌলবাদসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিদিন। তার ওপরে যদি শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রীরা শিক্ষক ও ছাত্রের দ্বারা ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, তাহলে অদূরভবিষ্যতে এসব ঘটনার কালো প্রভাব সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে মারাত্মকভাবে পড়বে, যেখান থেকে উত্তরণ সত্যিসত্যিই সকলের জন্য কঠিন হবে। আমরা সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী অভিভাবকদের আতঙ্কগ্রস্ত করছে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছে— যা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক কারোরই কাম্য ছিল না কখনো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এক যুক্ত বিবৃতিতে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থেকে সকলকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তারা এ আহ্বান জানান। দেশবাসী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহ্বানকে সম্মান জানায়। এও আশা করে যে, অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিচার ও শাস্তির বিষয়টিও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হবে। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টোরিয়াল ল'তে ভবিষ্যতের জন্য যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়নের এবং এতদ্বিষয়ক স্থায়ী তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়টি (সিন্ডিকেটের মিটিঙে পাস করিয়ে) অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা, তা ভেবে দেখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই। এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ কি কি হতে পারে তা গভীরভাবে ভাবতে হবে।

বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মেয়েদের পড়ালেখা এক গুরুতর হুমকির সম্মুখীন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ যতো কঠিনই হোক, সম্মিলিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তা গ্রহণ করতে হবে। নইলে দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে মারাত্মক অনাস্থা সৃষ্টি হবে।

কাজী সুফিয়া আখতার : লেখক, নারী উন্নয়ন কর্মী।